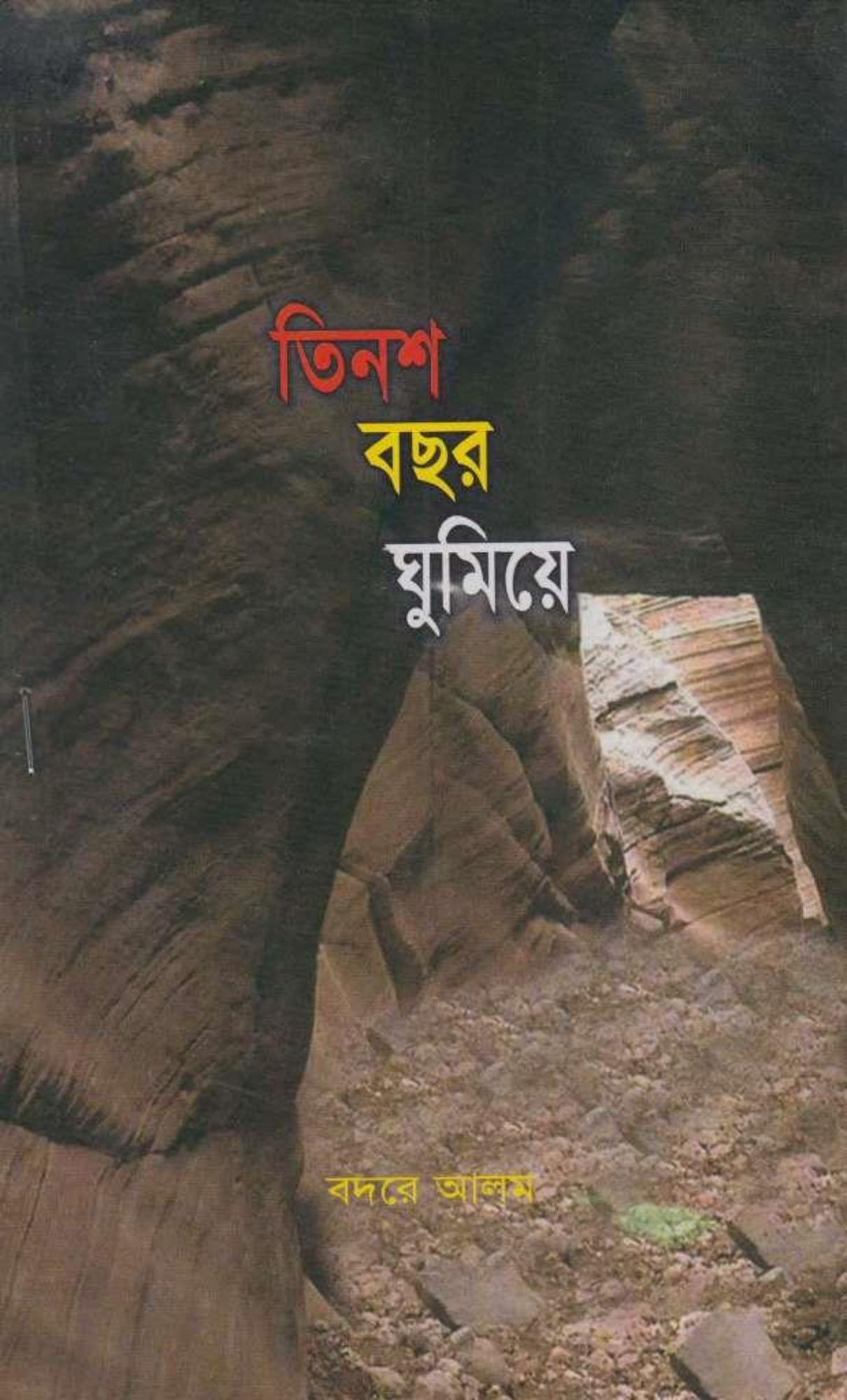
তিনশ
বছর
ঘুমিয়ে
বদরে আলম

www.pathagar.com

তিনশ বছর ঘুমিয়ে

বদরে আলম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আ. প্র. ৩৩১

২য় প্রকাশ
জিলহজ্ব ১৪৩০
অগ্রহায়ণ ১৪১৬
ডিসেম্বর ২০০৯

বিনিময় ঃ ২০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

TINSHO BOCHOR GHUMEY by Badre Alom. Published by Adhunik Prokashani, 25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 20.00 Only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

- তিনশ বছর ঘুমিয়ে ৯
- বেহেশতের দরোজা ১৬
- চার বান্ধবী ১৯
- খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয (র) ২৩
- শহীদ হাসানুল বান্নার কথা ২৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তিনশ বছর ঘুমিয়ে

অন্ধকার গলি থেকে কয়েকটা ছায়ামূর্তি আস্তে আস্তে বের হচ্ছে। একজন গলি থেকে মাথা বের করে দুদিকে তাকালো। রাতের মাঝামাঝি। নির্জন রাস্তা। প্রথম ব্যক্তি পেছনে ঘুরে সাথীদেরকে হাতের ইশারা করলো। গলি থেকে সবাই পরপর সারিবদ্ধ হয়ে বড় রাস্তায় বেরিয়ে এলো। সাতটি ছায়ামূর্তি। হঠাৎ একটি কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ শোনা গেল। সবচেয়ে পেছনের লোকটি চমকে উঠলো এবং পেছনে ঘুরে কুকুরটিকে ধমক দিল। "চুপ! চেঁচামেচি কর না। চুপচাপ আমাদের সংগে চলো।"

কুকুরটি চুপ হয়ে গেল এবং সবার পেছনে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলো।

বড় রাস্তা দিয়ে সবাই চুপচাপ উত্তরে পাহাড়ের দিকে চললো। প্রায় একঘণ্টা চলার পর তারা পাহাড়ের নিকট এসে পড়লো। পুবের আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে। সারির প্রথম ব্যক্তি বললো, "আর চিন্তা নেই। আমরা শহর ছেড়ে চলে এসেছি। দেখ সামনে পাহাড়, সকাল হয়ে গেছে। তাই এ পাহাড়ে আমরা দিনে লুকিয়ে থাকবো। আবার রাত হলে পাহাড়ের উত্তরে চলে যাব।"

দ্বিতীয়জন বললো, "তাহলে তো এখন তাড়াতাড়ি একটা গুহা খুঁজে বের করতে হবে। যেখানে আমরা দিনের বেলা লুকিয়ে থাকবো।"

প্রথম ব্যক্তি বললো, "চিন্তা করো না। আমি এ পাহাড়ের একটি বড় গুহা চিনি, যেখানে আমরা সবাই আশ্রয় নিতে পারবো, এসো।" প্রথম ব্যক্তি সবাইকে নিয়ে উঁচু নিচু পাহাড়ি রাস্তা পার হয়ে শেষে একটি গুহার কাছে পৌছলো। সে বললো, "তোমরা দাঁড়াও আমি গুহার ভেতরটা দেখে আসি।" এই বলে সে গুহার ভেতর ঢুকে

www.pathagar.com

পড়লো। গুহাটা বেশ বড় এবং খুব বেশী অন্ধকার। বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না। এটাই ছিলো লুকিয়ে থাকার উপযুক্ত স্থান, তাই সে সবাইকে গুহায় ঢুকে পড়তে বললো। গুহায় ঢুকেই দ্বিতীয়জন বললো, "আল্লাহর হাজার শোকর! আমরা এফিসাস শহর থেকে রাতে বেরোতে পেরেছি। নয়তো আজকেই রাজা দাকিয়ানুস আমাদের হত্যা করতো।"

তৃতীয়জন বলল, "আমরা খুবই ক্লান্ত, এখন একটু শুয়ে পড়া দরকার।"

প্রথমজন বললো, "তার আগে এসো এক আল্লাহর দরবারে আমরা দুআ করি, যিনি আমাদেরকে যালিম রাজার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।"

"ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে যালিম রোমানদের যুলুম থেকে হেফাযত কর। আমরা তোমার ওপর ঈমান এনেছি। এ যালিম মুশরিকরা তা বরদাশত করে না। তুমি আমাদের হেফাযত কর। আমরা সবকিছু ছেড়ে দিয়ে তোমার দীনের জন্য চলে এসেছি। আল্লাহ তুমি আমাদের এ ত্যাগ ও কুরবানী কবুল করো।"

সবাই হাত তুলে মুনাজাত করলো। মুনাজাত শেষ করে প্রথমজন বললো, "এখন তোমরা শুয়ে পড়ো। আর কুকুরটাকে গুহার মুখে বসাও। যাতে সে পাহারা দিতে পারে।" সবাই নিজ নিজ জায়গা হাত দিয়ে পরিষ্কার করে শুয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ পর সবাই ঘুমিয়ে পড়লো। এমনকি কুকুরটাও ঘুমিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ পর তারা ঘুম থেকে উঠে পড়লো। একজন জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম বলতো?"

"একদিনের কিছু কম হবে।"—দ্বিতীয়জন বললো।

প্রথমজন বলল, "না, না, আমরা ঘন্টাখানিক বা ঘন্টা দুয়েকের বেশী ঘুমাইনি।"

"তোমরা দুজনই ভুল করছো। আমরা বোধহয় ২৪ ঘন্টা ঘুমিয়েছি।"—তৃতীয়জন বলল।

www.pathagar.com

এ সময় নিয়ে তাদের মধ্যে বেশ তর্ক-বিতর্ক লেগে গেলো। কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারায় একজন বলল, "থাক আমরা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেই। তিনি সবকিছু জানেন।"

সবারই খিদে পেয়েছে। একজনকে তারা শহরে পাঠালো, যাতে কিছু খাবার জিনিস কিনে আনে। কিন্তু যে যাবে তাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে যাতে রোমানরা তাদের সম্পর্কে টের না পায়। নয়তো তাদের হাতে সবাইকে ধরা পড়তে হবে এবং তাদের ধর্মের জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে।

একজন গুহা থেকে বেরিয়ে শহরের দিকে রওনা দিলো। রাস্তাঘাটে বিরাট পরিবর্তন। ছোট ছোট রাস্তা এখন বড় হয়েছে। ঘর-বাড়িতেও পরিবর্তন। লোকজনের কাপড়চোপড়ও ভিন্ন। গুহার লোক আশ্চর্য হয়ে গেলো, সে কি স্বপ্ন দেখছে নাকি! ওর কাপড়ের সাথে কারো কোনো মিল নেই। সে এক জায়গায় থমকে দাঁড়ালো, কোন্ দিকে যাবে। খাবার দোকানইবা কোন্ দিকে। এরই মধ্যে কিছু ছেলেপেলে তার কাছে জমা হয়েছে তার পুরনো স্টাইলের কাপড় ও হাবভাব দেখে। সে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত সে রোমানদের কাছে ধরা পড়ে না যায়। একজন বয়স্ক লোককে দেখে সে জিজ্ঞেস করলো, "এই যে ভাই খাবার দোকান কোন্ দিকে? উত্তর দেবার আগে পথিক থমকে দাঁড়ালো এবং এক অপরিচিত ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করলো। মুসাফির আশ্চর্য হলো, একি ভাষাও দেখি ভিন্ন! লোকের ভিড় জমতে আরম্ভ করেছে। সে রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলো। সে চারদিকে তাকালো পালাবার কোনো পথ আছে কিনা। কিন্তু না, তার চারদিকে মানুষ বেষ্টনী করে ফেলেছে। অনেক লোক জমা হয়ে গেছে এবং নতুন ভাষায় কথা বলছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে একদিকের লোকজন সরে গিয়ে একজন অতি বৃদ্ধ লোকের জন্য রাস্তা করে দিলো। বৃদ্ধ লাঠিতে ভর করে আস্তে আস্তে ওর দিকে আসলো। মুসাফির মনে করল যে, এ বৃদ্ধ লোকটি

www.pathagar.com

তাকে সাহায্য করতে পারে। সে বললো, "জনাব আমাকে খাবার দোকানের ঠিকানা দিয়ে কি সাহায্য করবেন ?" .

বৃদ্ধলোকটি আশ্চর্য হলো, এ ভাষায়তো তিনশ বছর পুরোনো এফিসাস শহরে বলা হতো। মুসাফির কিছু পয়সা বের করে দেখালো যে, সে খাবার কিনতে চায়। লোকটি পয়সা হাতে নিয়ে দেখলো তিনশত বছরের পুরানো!

"তুমি কে এবং কোথা থেকে এসেছো ?"—বৃদ্ধ মুসাফিরের পুরানো ভাষায় কথা বললো। মুসাফির খুশি হলো। কিন্তু পর মুহূর্তেই তার অন্তর শুকিয়ে গেলো। কথা বললেই তারা তাকে রোমান রাজার কাছে ধরিয়ে দেবে। কিন্তু একটা নতুন জিনিস সে লক্ষ্য করলো যে, কোনো রোমান সিপাহি দেখা যাচ্ছে না। সে চিন্তা করলো, যাই হোক আমাকে ধরুক আর মারুক কিন্তু সাথীদের কথা কাউকে বলা যাবে না।

সে বললো, "আমি এক আল্লাহকে বিশ্বাস করি এবং হযরত ঈসা (আ)-কে নবী বলে বিশ্বাস করি। আমি একজন নাসারা এখন তোমরা আমাকে রোমানদের জেলখানায় নিতে পার।"

"নাসারা! রোমান জেলখানা! তুমি কি বলতে চাও, আমরা তো সবাই নাসারা এবং রোমের রাজাও তাই। ঠিক করে বলতো, তুমি কি কোনো পলাতক আসামী, না চোর ডাকাত ?"

"আল্লাহ মাফ করুক! আমি ওসব কিছুই না। গত রাতেই তো আমি শহরের বাইরে ঘুমিয়ে ছিলাম, আর সকালে উঠে হেঁটে এসে সব পরিবর্তন দেখি। সব বদলে গেছে। সত্যিই অবাক লাগছে ! এ এক আশ্চর্য মোজেযা। কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"ঘুমিয়ে ছিলে! গতকাল! আজ সকাল!" বৃদ্ধটি নিজে নিজেই বলতে লাগলো, "কিন্তু তুমি কি জান তুমি তিনশ বছরের পুরোনো কাপড় পরে আছ এবং তোমার কাছে টাকা পয়সাও তিনশ বছরের পুরোনো, রাজা দাকিয়ানুসের সময়কার। সে জাহান্নামবাসী হোক।"

www.pathagar.com

"হ্যাঁ ঠিক তাই। কিন্তু তুমি বলতে চাও যে, রাজা দাকিয়ানুস তিনশ' বছর আগে ছিল। তুমি বলতে চাও আমরা তিনশ' বছর ঘুমিয়ে ছিলাম সেই গুহাতে! গতকালই তো আমরা রাজার ভয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে গুহায় আশ্রয় নিয়েছি। রাজা ঈমানদারদের ধরে ধরে মেরে ফেলতো বা পুড়িয়ে ফেলতো অথবা সিংহের খাঁচায় ফেলে দিতো খাওয়ার জন্য।"

"কী! তোমরা রাজা দাকিয়ানুসের সময় ঘুমিয়ে ছিলে!" বৃদ্ধ লোকটি চিৎকার করে উঠলো। তারপর সে তার আশেপাশে লোকদের দিকে ফিরে নতুন ভাষায় দ্রুত কথা বলতে লাগলো ও মাঝে মাঝে মুসাফিরের দিক ও আকাশের দিক ইশারা করে কথা বলতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধ মুসাফিরের দিকে ফিরে তার ভাষায় কথা বললো।

"মুসাফির এ আমাদের নবী হযরত ঈসা (আ)-এর মোজেযা। তুমি জানো না তুমি তিনশ বছর ঘুমিয়েছো। আমরা সবাই নাসারা। এখন কোনো ভয় নেই। কিন্তু তোমার সত্য কথা তোমাকে প্রমাণ করতে হবে। তুমি আমাদের সাথে প্রতারণা তো করছো না?"

"প্রতারণা! বল কি, আমি তোমাদের সাথে প্রতারণা করবো? প্রমাণ চাও তো চলো। আমি একা নই। আমার আরো বন্ধুরা আছে আর একটা কুকুরও আছে। তারা সবাই গুহায় আছে। তোমরা আমার সাথে আসতে পারো। তোমরা যা বলছো তা হলেতো এটা এক বিরাট মোজেযা! এবং এটা আখেরাতেরও প্রমাণ।"

বৃদ্ধ আশেপাশে লোকদের সঙ্গে কথা বললো। তারপর মুসাফিরের দিকে ফিরে বললো, "চলো তোমার গুহায় যাই। আমরা দেখতে চাই।" মুসাফির আগে চললো, আর তার পেছনে লোকের ভিড়। তার পেছনে কয়েক হাজার লোক জমা হয়ে গেল। গুহার কাছে লোকদের কথার গুঞ্জন শুনে গুহার ভেতর বাকি লোকেরা খুব ভীত হয়ে পড়লো। তারা লুকাবার বা পালাবার চেষ্টা করেনি, বরং তারা আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে দুআ করলো।

www.pathagar.com

"হে আল্লাহ সর্বশক্তিমান! আমরা তোমারই সাহায্য চাই। তুমি এক আল্লাহ এবং হযরত ঈসা তোমারই নবী। হে আল্লাহ! আমাদের শত্রুর ক্ষতি থেকে হেফাজত কর।"

ইতিমধ্যে লোকেরা এক বিরাট দল বেঁধে তাদের সাথীকে সঙ্গে নিয়ে এসে পড়েছে। কেউ কেউ ভেতরে ঢুকলো। অন্যরা পেছনে ভিড় করে থাকলো এবং আজব দৃশ্য দেখলো। পুরানো কাপড় পরা কয়েকজন লোক নামাযে বসার মত অবস্থায় আছে। মুনাজাত শেষ করে ঘুরে তাকালো। দেখলো, তাদের সাথী যাকে খাবার কিনে আনার জন্য পাঠানো হয়েছিল, সে অনেক লোককে সঙ্গে নিয়ে আসছে।

এসেই বললো, "বন্ধুরা জানো আমরা ও আমাদের কুকুর এ গুহায় তিনশ' বছরের ওপরে ঘুমিয়েছি। আল্লাহর হুকুমে এফিসাস শহর পরিবর্তন হয়ে গেছে। সেখানে রাজা দাকিয়ানুসও নেই আর আমাদের মতো লোকের ওপর কোনো যুলুমও নেই। এখন বেশীর ভাগ লোকই নাসারা হয়ে গেছে এবং ঈমানদার হয়েছে।"

"কী তিনশ বছর ? সব প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন বড় মেহেরবানী করে, নিশ্চয় তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। আমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং আবার কেয়ামতের দিন ওঠাবেন এবং হিসাব নেবেন। আমাদের তিনশ' বছর ঘুম থেকে এটা প্রমাণ হলো। আমাদের ঘুম ছিল মৃত্যুর মতো।"

বৃদ্ধলোক যে তাদের ভাষা বুঝতো সে শুনলো এবং লোকের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে তাদের দুআর কথা বুঝিয়ে বললো। তার চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়লো। জমায়েতের লোক এক আওয়াজে বলে উঠলো, "হে আমাদেরও সৃষ্টিকর্তা ! আমরা সাক্ষী যে একদিন কেয়ামত হবে। আমাদেরকে মাটি থেকে ওঠানো হবে এবং আমাদের কাজের হিসাব দিতে হবে যেমন করে এ আসহাবে কাহ্‌ফ তিনশ বছর পর ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন। তোমার ওপর

www.pathagar.com

পুরা ঈমান আনছি এবং সমস্ত অকল্যাণ থেকে পানাহ চাই। আর তোমার নবী হযরত ঈসা (আ)-এর ওপর ঈমান আনছি যিনি তোমার বাণী আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। ওয়াদা করছি যে, আমরা সবসময় তোমার হুকুম মানবো।"

এরপর সমস্ত আসহাবে কাহ্‌ফ উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে সালাম জানায় এবং আবার তাদের কুকুরসহ শুয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, তাদের কারো শরীরে প্রাণ নেই। সবাই মৃত্যুবরণ করেছে।

লোকেরা গুহার মুখ ইট দিয়ে বন্ধ করে দুঃখ করতে করতে এফিসাস শহরে ফিরে এলো।

www.pathagar.com

বেহেশতের দরোজা

বেহেশতের দরোজার কাছে একটি ছোট্ট মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যারা বেহেশতের দরোজা দিয়ে ভেতরে ঢুকছে তাদের প্রত্যেকের চেহারা সে ভাল করে লক্ষ্য করছে। অনেকক্ষণ পর সে বেহেশতের দারোগা রেদওয়ানকে জিজ্ঞেস করলো—

"আমি কি ভেতরে আসতে পারি ?"

রেদওয়ান বললো, "আমাকে হুকুম করা হয়েছে যে, আজকে শুধু তাদেরকেই ভেতরে আসতে দেয়া হবে যাদের নাম ঐ সোনালী বই-এর লিস্টে থাকবে।"

মেয়েটি বললো, "মেহেরবানী করে দেখুন না আমার নাম আছে কিনা।"

রেদওয়ান বই-এর লিস্ট দেখে বললো, "প্রিয় মেয়ে আমি দুঃখিত তোমার নাম তো নেই এই সোনালী বই-এর লিস্টে।"

মেয়ে বললো, "হে আল্লাহর প্রিয় ফেরেশতা। আমার নাম কেন নেই ? আমি তো অনেক নেক কাজ করেছি। আমার বাক্সের পয়সা দিয়ে আমার ক্লাস ফেলো গরীব মেরির স্কুল ফি আদায় করে দিয়েছি। আমার ক্লাস টিচার ও অন্য মেয়েরা আমার খুব প্রশংসা করেছিলো।

রেদওয়ান আবার লিস্টের নাম দেখলো—বললো, "প্রিয় মেয়ে তোমার নাম ঐ নেকির লিস্টে উঠেনি।"

মেয়ে বললো, "আশ্চর্য, একটু কষ্ট করে আবার দেখুন তো। আমার বাবা আমার জন্য যে খেলনা কিনে দিতেন সেগুলো আমি গরীব ছেলেমেয়েদের বণ্টন করে দিতাম। আমার এই নেকি নিশ্চয় লেখা আছে ; কেননা মহল্লার সমস্ত লোক আমার এ কাজের প্রশংসা করতো।"

www.pathagar.com

রেদওয়ান আবার লিস্ট দেখলো, বলল, "প্রিয় মেয়ে তোমার এই নেকিগুলো লেখা নেই, আমি দুঃখিত।"

মেয়ে বললো, "সম্মানিত ফেরেশতা আর একবার কষ্ট করে দেখুন তো। আমার মায়ের বৃদ্ধ বয়সে তার অনেক সেবা করেছিলাম যার জন্য মা আমাকে একটি ঘড়ি পুরস্কার দিয়েছিলেন, দেখুন সে ঘড়ি এখনো আমার হাতে আছে।"

রেদওয়ান আবার লিস্টের দিকে তাকালো, "আমি দুঃখিত প্রিয় মেয়ে, তোমার এ কাজটাও এই বইয়ে লিখা নেই।"

মেয়ে হতাশ হয়ে বললো, "হায় আমার ভাগ্য! এখন তো আর কোনো নেকির কথা আমার মনে পড়ছে না।" বলেই মেয়েটা প্রায় কেঁদে ফেললো।

মেয়েটার প্রতি রেদওয়ানের মায়া হলো, "আচ্ছা একটু দাঁড়াও! আমি এ দ্বিতীয় লিস্টে দেখি। হয়তো তোমার কোনো কাজ লেখা থাকতে পারে।"

লিস্ট দেখে রেদওয়ান বললো, "প্রিয় মেয়ে, হ্যাঁ এখানে তোমার একটা নেক কাজ লেখা আছে। একবার তোমার ক্ষিদে পেয়েছিলো বলে তুমি বাজার থেকে একটি কেক কিনেছিলে। ঐ সময় একজন ক্ষুধার্ত ফকির এসে পড়েছিলো। তুমি সেই কেক ঐ গরীব মানুষকে দিয়েছিলে। তোমার কি মনে পড়ে?"

মেয়ে বললো, "না, হে সম্মানিত ফেরেশতা আমার কিছুই মনে পড়ছে না।"

রেদওয়ান বললো, "প্রিয় মেয়ে তুমি ভুলে গেছো। কিন্তু আল্লাহ ভোলেননি। তিনি দেখেছিলেন এবং তোমার এই কাজ আল্লাহ কবুল করেছিলেন। তুমি সেকথা মতো কাজ করেছিলে যে, নেকি কর দরিয়া মে ঢাল, আর তুমি এটার প্রচার করোনি। আল্লাহ এ ধরনের নেকি কবুল করেন যার মধ্যে রিয়া নেই, আর মানুষ প্রচার করে বেড়ায় না। ওর ওপর গর্ব করে না বরং ভুলে যায়।"

www.pathagar.com

মেয়ে খুশী হয়ে বললো, "তাহলে কি আমি বেহেশতের ভেতরে আসতে পারি ?"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, এসো।" এই বলে রেদওয়ান বেহেশতের দরজা খুলে দিলো।

মেয়ে বললো, "শুকরিয়া জনাব !" এবং দরজা দিয়ে ঢুকতে লাগলো।

রেদওয়ান বাঁধা দিল।

রেদওয়ান বললো, "তুমি একটা ভুল করছো। আমার শুকরিয়া আদায় করছো কেন ?"

মেয়ে বললো, তাহলে কার করবো।

রেদওয়ান বললো, "তোমার আল্লাহর শোকরগুযার হওয়া উচিত।"

মেয়ে বলল, "নিশ্চয়ই, আমি আল্লাহর শোকর আদায় করছি, তাঁর মেহেরবানীতে আমার এ নেক কাজ করা সম্ভব হয়েছে।"

রেদওয়ান হেসে বললো, "হ্যাঁ, এখন তুমি বেহেশতে যেতে পারো। মুবারক, মুবারক। তুমি ভাল থেকো।"

❋

www.pathagar.com

চার বান্ধবী

বহুদিন পরে চার বান্ধবী একত্র হয়েছে। অনেক গল্প বর্তমান মানুষের সামাজিক অবস্থা নিয়ে। মানুষ কত স্বার্থপর হয়ে গেছে এই নিয়ে। প্রথম বান্ধবী বললো, "দেখ মানুষের ভালো দিকও আছে। আমাদের জীবনেও বহু ঘটনা ঘটেছে। এসো আমরা আমাদের জীবনের একটি করে ঘটনা বলি যাতে মানবিক মূল্যবোধ প্রকাশ পেয়েছে।" সবাই রাজি হলো।

১. স্টেশন মাস্টার

প্রথম বান্ধবী বললো ঃ আমি আর আমার স্বামী একবার গ্রামের বাড়ী যাচ্ছিলাম। ট্রেন লেট ছিল, তাই রাত দশটায় স্টেশনে নামলাম। গ্রামে যাওয়ার কোনো গাড়ী পাওয়া যায়নি। স্টেশনের ওয়েটিং রুম ভর্তি—জায়গা নেই। ট্রেনের পুলিশ বলল, প্ল্যাটফর্মে থাকা যাবে না। আমরা খুব বিপদে পড়লাম থাকার জায়গা নিয়ে। শেষে আমার স্বামী স্টেশন মাস্টারকে আমাদের অবস্থা বলল। স্টেশন মাস্টার কিছু চিন্তা করলেন, তারপর তার থাকার কোয়ার্টারে যেতে বললেন। সেখানে তিনি রাতে ভাল খাওয়ার ও থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। পরদিন আমাদের নিয়ে যেয়ে আমাদের গ্রামের বাসে উঠিয়ে দিলেন। আমরা কিছু টাকা দিতে চাইলাম, তিনি নিলেন না। শুধু দুআ করতে বললেন। এতো ভাল স্টেশন মাস্টার বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করতে আর শুনিনি।

২. ট্রেনযাত্রী

দ্বিতীয় বান্ধবী বললো, আমারও জীবনের একটি ঘটনা বলি। একবার আমার স্বামী ও দেড় বছরের মেয়েকে নিয়ে ট্রেনে বাড়ী

www.pathagar.com

যাচ্ছিলাম। মেয়ে কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়ে পড়লো। আমাদের রিজার্ভ বার্থে ওপরে মেয়েকে শুইয়ে দিয়ে সাইডে বালিশ দিয়ে দিলাম যাতে পড়ে না যায় এবং নীচে বসে অন্য লোকদের সাথে কথা বলতে লাগলাম। প্রতি দু'মিনিটে ওপরে তাকিয়ে মেয়েকে দেখতাম এক সময় হঠাৎ ধপ করে আওয়াজে তাকিয়ে দেখি আমার মেয়ে ওপর থেকে পড়ে গেছে। আঘাতে তার কপাল থেকে রক্ত বেরিয়ে পড়লো এবং জোরে কান্না জুড়ে দিলো। আমি থ হয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি একজন কেমিস্ট এসে বাচ্চাকে ফার্স্ট এইড করলো। পাশের মেয়েরা আমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো, পুরুষরা আমার স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো, টিটি তাড়াতাড়ি ট্রেনের মধ্যে এক ডাক্তারের সন্ধান করলো এবং পরের স্টেশনে তার কাছে বাচ্চাকে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তার দেখে যখন বললো, ভয়ের কোনো কারণ নেই, তখন আমাদের মন শান্ত হলো। ডাক্তার বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে বলল। কোথায় দুধ পাওয়া যায়। খাবার কারের লোক কোথা থেকে দুধের ব্যবস্থা করলো। কিছুক্ষণ পর বাচ্চা সুস্থ হয়ে গেল। মনে হলো আমার পাশের যাত্রীরা আমার আপন আত্মীয়। কত দরদ এ বাচ্চার জন্য। আমি মানুষের জন্য মানুষের এ দরদ কোনো দিন ভুলতে পারবো না।

৩. ভাল প্রতিবেশী

তৃতীয় বান্ধবী বললো, আমার এক ভাল প্রতিবেশীর কথা বলবো। নতুন ফ্লাটের প্রতিবেশীর সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্কই ছিলো। কিন্তু আমাদের বিড়ালটাকে তারা দেখতে পারতো না। একবার আমাদের বিড়াল তাদের রান্নাঘরে ঢুকে পুরো এক প্লেট ভাজা মাছ খেয়ে তরকারির পাতিল ফেলে দিয়েছিল। আমাদের বিড়ালকে তারা পালাতে দেখেছিল। সেদিন থেকে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতো না। কয়েকদিন পরে আমরা এক দাওয়াতে গেলাম এবং অনেক রাতে ফিরলাম। যাওয়ার সময় দরজার সাথে লক টান দিয়ে বন্ধ

www.pathagar.com

করেছিলাম। ভেবেছিলাম মায়ের কাছে চাবি আছে। কিন্তু আসার পর দেখি কারো কাছে চাবি নেই। ঘরের ভেতরে রয়ে গেছে। শীতের রাত, বাইরে থাকা মুশকিল। প্রতিবেশীর ঘরের দিকে তাকালাম। একটা জানালাতে আলো দেখা যাচ্ছে। প্রতিবেশীর ছেলে পড়াশোনা করছিল, তার পরীক্ষা ছিল। আমি জানালায় টোকা দিয়ে ছেলেকে ডাকলাম ও অবস্থা বর্ণনা করলাম। কিছুক্ষণ পরে তাদের দরজা খুলে গেল এবং আমাদেরকে (আমি ও আমার মা) আমন্ত্রণ জানালো। এতো রাতে তাদের বিরক্ত করার জন্য আমরা লজ্জিত ছিলাম। কিন্তু তারা সবকথা ভুলে গিয়ে আমাদের রাতে থাকার ব্যবস্থা করেছিল। পরের দিন প্রতিবেশীর ছেলে আমাদের বাথরুমের জানালার কাঁচ আলাদা করে ভেতরে ঢুকে দরজার লক খুলে দিল। আমরা ঘরে ঢুকলাম এবং এমন বড় মনওয়ালা প্রতিবেশীর জন্য গৌরববোধ করতে লাগলাম।

৪. ইন্টারভিউ ছাড়া চাকরি

চতুর্থ বান্ধবী বললো, আমার স্বামীর একটি ঘটনা বলি। সে কিছুদিন আগে বেকার ছিল এবং একটি প্রাইভেট কোম্পানীতে পিএস পদের জন্য ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিল। সে চার নম্বরে ছিল। তিনজনের পর অপারেটর তাকে ম্যানেজারের কামরায় যেতে বলল। সে গিয়ে দরজায় টোকা দিল। সাধারণত ম্যানেজার বলে থাকেন, চলে আসুন, কিন্তু কোনো শব্দ হলো না। তবুও সাহস করে আমার স্বামী দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লো। দেখে যে ম্যানেজার সাহেব তার চেয়ারে বুকের ব্যথায় ঢলে পড়ছে এবং ঘামছে। আমার স্বামী তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে এনে সোফায় শুইয়ে দিয়ে টেবিল থেকে এক গ্লাস পানি দিলো এবং অপারেটরকে ডাক দিলো। কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত স্টাফ এসে হাজির হলো এবং তাড়াতাড়ি করে গাড়িতে করে হাসপাতালে নিয়ে গেল। আমার স্বামীর আর ইন্টারভিউ দেয়া হলো না। বেজার হয়ে বাড়ীতে ফিরে এলো।

www.pathagar.com

তিনচার দিন পর ঐ কোম্পানী থেকে লোক আমার স্বামীকে ডাকার জন্য আসলো। ম্যানেজারকে ঐ হার্ট এটাকের সময় সাহায্য করার জন্য তিনি খুব কৃতজ্ঞ এবং তাকেই চাকরিটা দেয়া হলো। মানুষের উপকার করলে উপকার পাওয়া যায়। আল্লাহও খুশী হন এবং সাহায্য করেন।

চার বান্ধবী মানুষের মানবিক মূল্যবোধ জাগাবার কথা বলতে বলতে নিজ নিজ বাড়ীতে চলে গেল।

❐

www.pathagar.com

খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয (র)

ওমর বিন আবদুল আযীয যখন খলীফা হলেন, বনু উমাইয়ার আগেকার খলীফাদের ঠাটবাট বাদ দিয়ে খুলাফায়ে রাশেদীনের মতো সাদাসিধে জীবন গ্রহণ করলেন। তাঁর সুন্দর ব্যবস্থাপনায় সারাদেশ শান্তি ও সচ্ছলতায় ভরে উঠলো। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করে দূর-দূরান্তে গ্রামে পাঠানো হলো গরীবদের জন্য, কিন্তু সব টাকা সরকারী কোষাগারে ফেরত চলে আসল। যাকাত নেয়ার মতো লোক পাওয়া গেল না।

একদিন দরবারের আমীর উমরাগণ বসে অপেক্ষা করছিলেন। খলীফার আসতে দেরী হচ্ছে। সবাই চুপচাপ। এই সময় খলীফার ছেলে আবদুল আযীয বেরিয়ে আসলেন। তাকে খলীফা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, আমার পিতা খেলাফতের বাইয়াত নেবার পর থেকে ঘরে বেশী বেশী নামায পড়ছেন এবং কাঁদছেন। সব চাকর ও চাকরানীদের ছুটি দিয়ে দিয়েছেন। গতকাল রাতে আমার মা ফাতিমা যখন তার ঘরে যান তো দেখেন তিনি কাঁদছেন। মা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কি হয়েছে, কোনো দুর্ঘটনা কি ঘটেছে যার জন্য আপনি কাঁদছেন?" তিনি বললেন, "ফাতিমা আমাকে উম্মতে মুহাম্মদীর ভালো-মন্দের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। দুনিয়ার গরীব-মিসকীন, ক্ষুধার্ত, রোগী, দুস্থ, মযলুম, বন্দী, বৃদ্ধ, ধনী পরিবার, গরীব পরিবার এবং এ ধরনের লোকদের নিয়ে চিন্তা করলাম। মনে হলো যে, আমার রব কিয়ামতের দিন আমাকে প্রশ্ন করবেন তাদের ব্যাপারে। আমার ভয় হলো যদি যথার্থ উত্তর না দিতে পারি, সেজন্য কেঁদে ফেলেছি।"

সেই রাতে ঘর থেকে বের হলেন। খলীফার নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনীর কমান্ডার খালিদের সাথে দেখা হলো। খালিদ খুব শক্ত মেজাজের লোক ছিলেন। খলীফা খালিদকে বললেন, "তুমি এ

www.pathagar.com

দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাও।" তারপর নিজে নিজে বললেন, "হে আল্লাহ আমি খালিদকে তোমার জন্যই এ পদ থেকে বিদায় দিচ্ছি। আর তাকে এ দায়িত্ব দিও না।" তারপর নিরাপত্তাবাহিনীর সমস্ত লোকের খোঁজ খবর নিলেন। তাদের মধ্যে উমরু বিন মুহাজির আনসারীকে দেখলেন। তাকে ডেকে বললেন, "উমরু তুমি জান আমার ও তোমার মধ্যে শুধু ইসলামের সম্পর্ক। কোনো আত্মীয়তা নেই। আমি তোমাকে এমন জায়গায় বেশী বেশী করে কুরআন তিলাওয়াত করতে ও নামায পড়তে দেখেছি। কিন্তু তোমার বিশ্বাস ছিল যে, কেউ তোমাকে দেখছে না। তুমি আনসার বংশের লোক। এ তলোয়ার ধর আমি তোমাকে নিরাপত্তাবাহিনীর সেনাপতি নিয়োগ করলাম।"

হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয তাঁর খেলাফতের প্রথম দিন খুব সাধারণ কাপড় পরে খেলাফতের সিংহাসনে বসলেন, মাথা নত করে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, তারপর নিজের বংশ বনী উমাইয়াকে বললেন—

"আপনাদের সবার সরকারী কোষ থেকে বড় বড় বেতন নির্দিষ্ট ছিল। আমার মালের মধ্যে এর জন্য কোনো সুযোগ নেই। এ মালে আপনাদের ততোটাই হক আছে যতোটা রাষ্ট্রের শেষসীমানায় বসবাসকারী লোকদের হক আছে।" এ ধরনের কথা শুনে বনী উমাইয়া বংশের শাহজাদারা হতভম্ব হলো, হতাশ হলো।

তিনি আরো বললেন, "ফিদকের বাগান রাসূল (স) নিজের কাছে রেখেছিলেন। এর আয় থেকে গরীব মিসকীনদের প্রয়োজন পূরণ করা হতো। রাসূলের মেয়ে হযরত ফাতেমা (রা) নিজের জন্য চেয়েছিলেন। কিন্তু রাসূল (স) দেননি। হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা)-এর সময় পর্যন্ত এভাবেই ছিল। অতপর মারওয়ান এটি তার নিজের মালিকানায় নিয়ে নেয় এবং এখন এটা ওমর বিন আবদুল আযীয পর্যন্ত পৌঁছেছে। আপনাদের সাক্ষী রেখে আমি সেই অবস্থায় এ বাগান ফিরিয়ে দিচ্ছি।"

www.pathagar.com

একজন জিজ্ঞেস করলো, "আমীরুল মু'মিনীন এটা কি আপনার পরিবারের জন্য প্রথম সিদ্ধান্ত ?" তিনি বললেন, "না, আরো আছে।"

এরপর তিনি তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিনতে আবদুল মালিক বিন মারওয়ান এর কাছে যান। তাঁর কাছে তাঁর বাপের দেয়া অনেক সোনার অলংকার ও জহরত ছিল।

তিনি বললেন, "হয় তুমি তোমার গহনাগুলো বায়তুলমালে জমা দাও, নইলে আমাকে অনুমতি দাও আমি তোমার থেকে আলাদা হয়ে যাই। আমি পছন্দ করি না যে, তুমি আর তোমার গহনা এ বাসায় থাকুক।" ফাতিমা বললেন, "এ গহনাপত্র কি, এর চেয়ে হাজার গুণ জিনিস থাকলেও সেগুলো ত্যাগ করে আমি আপনার সাথেই থাকব।"

ঘর থেকে বাইরে এসে দেখলেন, বনু উমাইয়ার বড় বড় নেতা হাজির, তাদের সামনে বায়তুলমালের কোষাধ্যক্ষকে ডাকলেন ও জিজ্ঞেস করলেন যে, "আমার আগের খলীফাদের দৈনিক ভাতা কতো ছিল ?" সে উত্তর দিল, "দশ হাজার দিরহাম"। হযরত ওমর বিন আযীয (রা)-এর চেহারার রং বদলে গেল। তিনি মজলিসে বসা লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, "আমার জন্য কত নেয়া জায়েয হবে ?" লোকেরা বললো, "আমীরুল মু'মিনীন যদি কম নিতে চান তবে অর্ধেক নিন।" তিনি হেসে বললেন, "আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমার সংসার খরচ দু'দিরহাম থেকে বেশী না হোক।"

এরপর তিনি তার নিরাপত্তাবাহিনীকে ডাকলেন। তাদের সংখ্যা ছিল ৩শ'। তাদের বেতন-ভাতা ও উপহারের কোনো সীমা ছিলো না। তিনি তাদেরকে বললেন, "দীন ও শরীয়তের কারণে অত বেহিসাব খরচ বহন করা যাবে না। তোমাদের মধ্যে যারা দশ দিনারে চাকরি করতে রাজি তারা আমার সঙ্গে থাকবে আর যারা চায় না তারা চলে যেতে পারো।" হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয খলীফা হওয়ার সাথে সাথে প্রথমেই নিজে, নিজের ঘর,

www.pathagar.com

নিজের পরিবার, বংশ ও রাষ্ট্রীয় অফিসারদের ব্যাপারে যে ইনসাফপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন, তার খবর যখন সমস্ত রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের কাছে পৌঁছলো, তখন সমস্ত জায়গায় এর প্রভাব পড়লো ও খেলাফতে রাশেদার যুগের মতো আবার সুখ-শান্তির হাওয়া বইতে লাগল।

*

www.pathagar.com

শহীদ হাসানুল বান্নার কথা

১৯৪৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী মিসরের ইখওয়ানুল মুসলিমুনের মুর্শিদে আম শেখ হাসানুল বান্নাকে কায়রোয় সন্ধ্যা ৮টায় সরকারী এজেন্টরা শহীদ করে। তাঁর জন্ম হয়েছিল মিসরের আলমাহমুদিয়াতে। শহীদ হাসানুল বান্না বহুমুখী যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। তিনি হাফিযে কুরআন ছিলেন। আরবী ভাষার উনিশ হাজার কবিতার লাইন (শের) মুখস্থ ছিল। আরবী সাহিত্যের অনেক মূল্যবান অংশ মুখস্থ রাখতেন। ছাত্রজীবনে সবসময় মেধার পরিচয় দিতেন ; প্রথম-দ্বিতীয় হতেন।

হাসানুল বান্না বড় সত্যবাদী ও পরহেজগার ছিলেন। নিজের দীনদারী প্রকাশ করা পছন্দ করতেন না। একবার এক সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফার তার নামায পড়া অবস্থার ফটো নিয়ে নেয়। তিনি তাকে তা প্রকাশ করতে নিষেধ করলেন। বললেন, "বান্দা ও তার রবের সম্পর্ক পত্রিকার পাবলিসিটি থেকে অনেক ওপরে।" তিনি সময়ের খুব দাম দিতেন। এক সেকেন্ড অপচয় করা পছন্দ করতেন না। বলতেন, "সময় হলো জীবন। যতো সময় আছে তার চেয়ে দায়িত্ব বেশী।" সময়ানুবর্তিতা নিজে পালন করতেন এবং অন্যকে সময়ের সঠিক ব্যবহারের তাকিদ দিতেন।

যারা ইসলামী দাওয়াতের কাজ করেন তারা সাধারণত নিজের ঘরের দিকে সময় দিতে পারেন না। বেশীরভাগ সময় ঘরের বাইরে দাওয়াতী কাজে ব্যস্ত থাকায় পরিবারের লোক তাদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকে। হাসানুল বান্না এ ব্যাপারে আদর্শ ছিলেন। নিজের সন্তানদের প্রত্যেক কাজের ওপর নজর রাখতেন এবং সমস্ত তথ্যের রেকর্ড রাখতেন। তিনি প্রত্যেক সন্তানের জন্য আলাদা ফাইল

www.pathagar.com

রাখতেন। তাতে জন্মদিনের সার্টিফিকেট, রোগের জন্য টিকা নেয়ার তারিখ, বিভিন্ন চিকিৎসার বিবরণ, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন, শিক্ষার সনদ ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থাকতো।

তাঁর ছেলে আহমাদ সাইফুল ইসলাম শেখ হাসানুল বান্না সম্পর্কে বলতেন যে, "আব্বাজান আমাদেরকে সরাসরি কোনো কাজের হুকুম করতেন না বরং এমনভাবে বুঝাতেন ফলে তিনি যা চাইতেন না, আমরাও সে কাজ করতাম না। একবার তাঁর অফিস থেকে কয়েকটা সাদা কাগজ লেখার জন্য বের করলাম। তিনি যখন জানলেন তখন আমার জন্য অনেক কাগজ এনে দিলেন যেনো তিনি বলতে চান যে, আমার অনুমতি ছাড়া আমার অফিস থেকে কিছু নেবে না। একবার আমার বন্ধুরা সিনেমা দেখার জন্য আমাকে নিয়ে যাওয়ার জেদ ধরলো। আমি আব্বাকে বললাম। তিনি কয়েক মিনিট আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, সিনেমা যাওয়া ও ফিল্ম দেখা একটা ফালতু কাজ। সেদিন থেকে আর সিনেমা দেখতে যাই না।"

হাসানুল বান্না হাফিজ হিসেবে রমযানে তারাবীর নামায পড়াতেন। দিনের বেলা যখন কুরআন তেলাওয়াত করতেন তখন সন্তানদের কাছে বসে কুরআন শোনার জন্য বলতেন, যাতে তারা কুরআন শুদ্ধ করে পড়তে পারে। তিনি বাড়ীর কাজের মেয়েদের শিক্ষার দিকেও খেয়াল রাখতেন। তার বড় মেয়েকে তাকিদ করতেন যাতে সে কাজের মেয়েদের লেখাপড়া শেখায় অথবা তাদের পাড়ার নাইট স্কুলে পাঠায়।

তিনি নিজের বংশ, শ্বশুরবাড়ীর নিকট ও দূরের আত্মীয়দের খোঁজখবর রাখতেন এবং সময় বের করে প্রতিবেশীদের বাড়ীতে যেতেন। হাসানুল বান্না খুব বিনয়ী ছিলেন। ট্রেনে সফর করলে সবসময় থার্ড ক্লাসে যেতেন। থার্ড ক্লাসে কাঠের বেঞ্চ থাকতো।

শেখ হাসানুল বান্নার মজলিসে পদের বড় ছোট কোনো পার্থক্য থাকতো না। একবার ইখওয়ানের সেক্রেটারী জেনারেল উসতাদ আহমাদ আবদুহু কাসিম তাঁর বাসায় আসেন। সে সময় এক

www.pathagar.com

পত্রিকার ফটোগ্রাফার উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ টেলিফোন বাজলো। উসতাদ কাসিম রিসিভার হাসানুল বান্নার হাতে দিলেন। ফটোগ্রাফার এ দৃশ্যের ছবি নিয়ে ফেললো। হাসানুল বান্না এ ছবি ছাপাতে নিষেধ করলেন। বললেন, "আমরা সবাই ইখওয়ান। আমাদের মধ্যে সৈনিক ও সেনাপতির কোনো পার্থক্য নেই। আমরা সবাই আল্লাহর রাস্তার সৈনিক।"

শেখ হাসানুল বান্না সরকারী চাকরি থেকে যা পেতেন তাকে তিন ভাগ করতেন। এক ভাগ পরিবারের জন্য, এক ভাগ দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য, আর এক ভাগ আত্মীয়-স্বজনের জন্য রেখে দিতেন ও খরচ করতেন।

আল্লাহ শেখ হাসানুল বান্নার ওপর রহমত নাযিল করুন এবং আমাদেরও তাঁর আদর্শ জীবন অনুসরণ করার তৌফিক দিন। আমীন !

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত কিছু শিশু সাহিত্য

সত্যের সেনানী
-এ, কে, এম, নাজির আহমদ
হারানো মুক্তার হার
-বদরে আলম
খাদিজাতুল কোবরা
-মায়েল খায়রাবাদী
হযরত ফাতেমা যোহরা
-কাজী আবুল হোসেন
মানুষের কাহিনী
-আবু সলিম মুহাম্মাদ আবদুল হাই
দোয়েল পাখির গান
-জাকির আবু জাফর
ফুলে ফুলে দুলে দুলে
-জাকির আবু জাফর
হুল
-বদরে আলম
কুঁচো চিংড়ির কৃতজ্ঞতা
-বদরে আলম
পড়তে পড়তে অনেক জানা
-আবদুল মান্নান তালিব
মা আমার মা
-আবদুল মান্নান তালিব
কে রাজা
-আবদুল মান্নান তালিব
এসো নামায শিখি
-মুফতী আবদুল মান্নান
জোসনা মাখা চাঁদ
-সাজ্জাদ হোসাইন খান
আকাশের ওপর আকাশ
-জাকির আবু জাফর
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে
-মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন
আধুনিক রূপকথা
-আনোয়ার হোসেন লালন
চরিত্র মাধুর্য
-বদরে আলম

www.pathagar.com